মেহেরপুরে বাড়ছে দুর্ঘটনা, পঙ্গুত্ত্ববরণসহ ঘটছে প্রাণহানি (ভিডিও সহ)

মেহেরপুরের আঞ্চলিক মহাসড়ক ও সড়ক গুলো এখন শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যানবাহনের দখলে। দিনের পর দিন মৃত্যু’র মিছিল দীর্ঘ হলেও ট্রাফিক পুলিশ দূর্ঘটনা রোধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা জেলায়। গত দু বছর আগে ট্রাফিক পুলিশের তাড়া খেয়ে মটরসাইকেল নিয়ে পালাতে গিয়ে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে গাংনীর ভোমরদহ গ্রামের সাবেক এক সেনা সদস্য’র মৃত্যু হয়। পরে জনরোষ থেকে বাঁচতে পালিয়ে যায় ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা। এলাকাবাসির অভিযোগ মেহেরপুর সড়ক মহাসড়ক অবৈধ যান দাপিয়ে বেড়ালেও অজ্ঞাত কারনে ট্রাফিক বিভাগ নিরবতা পালন করে আসছে। অবৈধ যান চলাচল বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকলেও নেই নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চলছে এসব অবৈধ যান।
গতকাল বুধবার দিবাগত সন্ধ্যায় গাংনীর পোড়াপাড়া নামক স্থানে ট্রাকের ধাক্কায় রাণী খাতুন (২৫) নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। সে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের নাহিদুজ্জামানের স্ত্রী। রাণী খাতুন তার শ্বশুরের মোটরসাইকেল চড়ে গাংনী উপজেলা শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় একটি ট্রাক মোটরসাইকেলকে ধাক্কায় দিলে ছিটকে মাটিতে পড়ে নিহত হয় সে।
গাংনীর বাওট বাজারে অদূরে গত শনিবার দুপুর সাড়ে ১২ টায় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বাওট বাজার সংলগ্ন এলাকায় ট্রাক ও হোপার (ধানমাড়াই গাড়ী) মুখোমুখি সংঘর্ষে আক্তারুল ইসলাম (৩৫) নামের এক চালক নিহত হয়েছে। নিহত আক্তারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে ও হোপার (ধানমাড়াইগাড়ী) চালক। এ ঘটনার পরপরই লাশের পাশ দিয়ে মেহেরপুরের ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা গেলেও উদ্ধার কিংবা ঘাতক ট্রাক আটক না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয়রা। এ নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় অভিযুক্ত ট্রাফিক পুলিশের কয়েকজন সদস্য’র বিরুদ্ধে বিভীগীয় মামলা ও কৈফিয়ত তলবের নির্দেশ দেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন মাইক্রোবাস চালক জানান, কাগজ পত্র

আধিপত্য।
অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুরে প্রায় ৭ হাজার ইজিবাইক ও ৩ হাজার শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান বাহন চলাচল করে। যানজট থেকে শুরু করে দুর্ঘটনার প্রধান কারন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এইসব পরিবহনকেই। লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা পরিচালনা করলেও শুধূ মাত্র খরচের অযুহাত দেখিয়ে পণ্য সরবরাহের কাজে এ সকল অবৈধ যান গুলো বেশি ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি ইট ভাটার মালিকরা কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনা করলেও তারাও এ সকল অবৈধ যানবাহনের মাধ্যমে ইট সরবরাহ করে থাকেন। ফলে সর্বত্রই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এ সকল অবৈধ যান বাহন চালালেও প্রশাসনিকভাবে এদের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা নিতে চোখে পড়ে না। এভাবে চলতে থাকলে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলবে।
মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান বলেন, অবৈধ নসিমন, করিমনের কারণে আমাদের বড় গাড়ি চালাতে সমস্যা হয়। অবৈধ গাড়িগুলো রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে। তাদের এই বেপরোয়ার কারনে অনেক সময় আমাদের দুর্ঘটনায় পড়তে হয়। এসব অবৈধ যান বাহন ব্যবহার করা হচ্ছে মেহেরপুরের বিভিন্ন পন্যের পরিবেশকের কাজে। বড় প্রতিষ্ঠানের পণ্য বহন করাই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেউই।
এ বিষয়ে মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী বলেন, শ্যালো ইঞ্জিন চালিত এইসব অবৈধ যানবাহন নিয়ন্ত্রন করতে হলে নিজেদের সচেতন হতে হবে। এই সব গাড়ি গুলো যেখানে তৈরি হয় আগে সেই কারখানা বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও অবৈধ যানের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে এবং বেশ কিছু গাড়ি আমরা ইতিমধ্যে আটক করেছি।

আলামিন হোসেন ও মর্তুজা ফারুক রুপক

মুজিবনগরে বসত ঘরে আগুন

মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামে মজিদ শেখের বসত ঘরে আগুন লেগে পুরো ঘর পুরে তছনছ হয়ে গেছে । এতে ঘরে থাকা সকল আসবাবপত্র সহ ঘরে থাকে একটি ছাগল পুরে ছাই হয়ে গেছে। যার কোন

চিহৃই খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। বুধবার সন্ধায় আগে ছাগল ঘরে সাজাল দেওয়ার সময় এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে,একটি ছোট ঘরে মৃতঃ হোসেন শেখের ছেলে মল্লিক শেখ(৭০) ও তার স্ত্রী বসবাস করে।ঘরের সাথেই তাদের ছাগলের গোয়াল তৈরি করা আছে। বুধবার সন্ধার আগে প্রতিদিনের ন্যায় ঐ দিনও তিনি ছাগলের কাছে সাজাল দিতে যায়। সাজাল দেওয়ার সময় আগুনের ফুলকি উরে যেয়ে যে কোন ভাবে ঘরের পাশে রাখা পাটখড়িতে লেগে যায়। তার কয়েকমিনিটের মধ্যেই ঘরে লেগে গেলে ভয়াভয় অগ্নিকান্ড শুরু হয়ে যায়। যে আগুন নেভাতে প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা লেগে যায়।গ্রামের মানুষ সকলে একত্রিত হয়ে পানি ঢালতে ঢালতে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হয়। তবে ঘরের ভিতর থাকা কোন জিনিস ভালো অবস্থায় বের করতে পারে নি। এদিকে ঘরে আগুন লেগে সব পুরে ছাই হওয়ায় নিঃশ হয়ে গেছে মল্লিক শেখ।এত বড় বিপদ থেকে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সক্ষমতা তাদের নেই।

জানা গেছে, মজিদ শেখের ছেলেরা সকলেই আলাদা। মজিদ শেখ ও তার স্ত্রী মাঠ কুরিয়ে তাদের সংসার চালায়। মাঠে যেয়ে ধান, পেয়াজ কুড়িয়ে নিয়ে এসে সেগুলো বিক্রি করে চলে তাদের সংসার।তবে আগুন লেগে ঘরসহ সকল কিছু পরে যাওয়ায় আবার নতুন করে ঘর তৈরি করার সক্ষমতা তাদের নাই।

-মুজিবনগর অফিস

মেহেরপুরে বুয়েট ছাত্র আবরার’র হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যাকারিদের বিচারের দাবিতে মেহেরপুরে মানব বন্ধন করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

বুধবার সকালে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

হয়। মানববন্ধনে মেহেরপুর শিশু সংগঠন অংকুরের সভাপতি মো: নাছিম রানা বাঁধন, শিশু সংগঠন এনসিটিফ এর সভাপতি এস এম মেহেরাব হোসেন, কলেজ ছাত্র খন্দকার আসিফ, ওয়াহিদ, স্কুলের ছাত্র সাইমুন ইসলাম সৈকত, ইনান, সুমন, সৈকত,রিপন, সাজু, তানভীর, নিপু, জাঈম, কাওসার, রোহানসহ মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা সেখানে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত ফেষ্টুন নিয়ে মানববন্ধনে অংশ গ্রহন করে।

এ সময় তারা বলেন, বুয়েটের মতো স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জিবনের নিরাপত্তা পায় না সেখানে আমরা সাধারণ স্কুলের ছাত্রদের জীবনের নিরাপত্তা কোথায়? অবিলম্বে আবরার হত্যার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা। যাতে দেশে এ ধরনের হত্যাকান্ড আর সংগঠিত না হয়।

– নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় গৃহবধু নিহত

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় রানী খাতুন নামের একগৃহ বধু নিহত হয়েছে। বুধবার সন্ধায় গাংনীর পোড়া পাড়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রানী খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের নাছিমুজ্জামানের স্ত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানান, গাংনী থেকে শশুর আব্দুর রাজ্জাকের সাথে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিল। এসময় পোড়াপাড়ায় পৌছালে পিছন থেকে দ্রুত গতির একটি ট্রাক তাদের ধাক্কা দেয়। এতে রানী খাতুন রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গিয়ে রক্তাত্ব জখম হয়।

তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করে। এ বিষয়ে গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বলেন,

ঘাতক ট্রাকটি আটকের চেষ্টা চলছে। তদন্ত করে প্রয়েঅজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মুজিবনগরে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মাসিক সম্বনয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এ সমন্বয় সভা অনু্ষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ,দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল প্রমুখ। এ সময় উপজেলার সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
-মুজিবনগর অফিস

আলমডাঙ্গায় বাস-ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গায় শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে করেছেন। চুয়াডাঙ্গা জেলা ট্রাক- ট্রাক লরি-কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের ৯৫৭ আলমডাঙ্গা শাখার অবৈধ ইউনিয়নের নামধারী শ্রমিক কর্তৃক ১৮৯৫ এবং ৫৯৫ শ্রমিকদের উপর হামলার প্রতিবাদে এ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসে এ সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বাস-ট্রাক-সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের আলমডাঙ্গা শাখার সভাপতি লিখিত এ সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন, গত ৫ অক্টেবর চুয়াডাঙ্গা জেলা ট্রাক- ট্রাক সলরি-কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের আলমডাঙ্গা শাখা ৯৫৭ অবৈধ শ্রমিক ইিিউনয়রের কমিটি ঘোষনা করেছে।

তারা লাল ব্রীজের নিকট একটি অফিস করেছে। তাদের কমিটিতে অধিকাংশই নামধারী শ্রমিক। যা ৬অক্টেবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের ৫৯৫’র ৭জন সদস্য নাম ওই অবৈধ কমিটি রাখে। ৫৯৫ এর ৭ জন সদস্যই অবৈধ ওই কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছে। গত ৬ অক্টোবর নামধারী কমিটির লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ১৮৯৫ এবং ৫৯৫’র সদস্যদের উপর হামলা করে। পরে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।

এসব অবৈধ শ্রমিক যে কোন সময় হামলা করতে পারে। পরিবহণ শ্রমিকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। ভবিষৎতে ট্রাক ও পরিবহনে চাঁদাবাজী করার জন্য তারা ওই নামধারী শ্রমিক দিয়ে অবৈধ কমিটি
(৯৫৭) রেজিঃ নং সাইন বোর্ড উত্তোলন করেছে।

আমরা আলমডাঙ্গা থানা মটর শ্রমিকের পক্ষ থেকে জোর দাবী জানাচ্ছি ওই কমিটি বিলুপ্ত করে নামধারী শ্রমিকদের সাইন বোর্ডটি অপসারণ করা হোউক। যদি দাবী না মানা হয়, তারা যদি পূনরায় আমাদের সাংগঠনিক কার্য্যকলাপে বাধা প্রদান করে শ্রমিকদের উপর হামলা করে তাহলে আমরা কর্ম বিরতিতে যেতে বাধ্য থাকবো। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। আলমডাঙ্গা

গাংনীতে তেল পাম্পে বোমা হামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পশ্চিম মালসাদহ গ্রামে হোসেন ফিলিং স্টেশন নামের একটি তেল পাম্পে বোমা হামলা করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনাস্থল থেকে অবিস্ফোরিত ১টি বোমা উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল।

গতকাল সোমবার দিবাগত মধ্যরাতে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের পাশে পশ্চিম মালসাদহ গ্রামে মধ্যরাতে হোসেন ফিলিং স্টেশনে পরপর ২বার বোমা বিস্ফোরণের শব্দ হয়। তবে এ ঘটনায় কেউ আহত বা নিহত হয়নি। \

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে ১টি অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। চাঁদার দাবীতে ব্যর্থ হয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শনের লক্ষ্যে দুর্বৃত্তরা বোমা হামলা চালিয়ে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার সাথে জড়িতদের সনাক্ত করে আটকের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি:

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ৮

মেহেরপুরের গাংনীতে পাখিভ্যান ও মটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৮ জন আহত হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সন্ধায় মেহেরপুর-গাংনী সড়কের ঝিনেরপুল নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের প্রাথমিক পর্যায়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। আহত ৮জনের মধ্য চার জনের অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করেছে কর্তব্যরত চিকিৎসক।

আহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার জুগিরগোফা গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে ঠান্ডু মিয়া(৬৫), জমির উদ্দীনের ছেলে সুরুজ আলী(৩২), আব্দুল লতিবের ছেলে আব্দুল হান্নান(৭০), আব্দুল গফুরের ছেলে (পাখিভ্যান চালক) লিটন আলী(৪০), ষোলটাকা গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে কফেল উদ্দীন(৫৮), মোটরবাইক চালক এ উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের আব্দুস শুকুর আলীর ছেলে আহাদ(৩০), মোটরবাইকের যাত্রী একই গ্রামের ফরিদুল ইসলামের ছেলে হাফিজুল ইসলাম(৩০) ও তার ভাই উজ্জল(২৫)। এদের মধ্যে ঠান্ডু, সুরুজ,আব্দুল হান্নান ও আহাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

স্থানীয়রা জানান, মোটরবাইক চালক গাংনী থেকে বাড়ি যাচ্ছিলো পথিমধ্যে ঝিনেরপুল নামক স্থানে পৌছুলে মেহেরপুর থেকে আসা

ব্যাটারী চালিত পাখিভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

মুজিবনগরে মা-ছেলের করুণ কাহিনি

শাকিল রেজা, মুজিবনগর:
দুই ভাই নিজের সংসার ও একমাত্র বোন স্বামীর সংসার নিয়ে ব্যস্ত। ছোট ভাই খুদির সড়ক দুর্ঘটনায় চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে নি;স্ব হলেও প্রতিবন্ধী হয়ে জীবনাযাপন করছেন। অসহায় ভাই-বোনরা খোঁজ না নিলেও তাঁকে ছাড়তে পারেনি মমতাময়ী মা হালিমা খাতুন। ছেলের চিকিৎসার জন্য জমি জিরাত বিক্রি করেও ছেলেকে সুস্থ করে তুলতে পারেননি অসহায় মা। প্রতিবন্ধী ছেলেকে নিয়ে অবশেষে ঠাঁই হয়েছে একটি নোংরা ডোবার পাাশে।

নিচে বাশের মাঁচা ও উপরে বস্তা দিয়ে জীর্ণ ঘর বানিয়ে সেখানে বসবাস করছেন বৃদ্ধা মা ও ছেলে। অসহায় এ গল্পটি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নাজিরা কোনা গ্রামে। শায়েস্তা খাঁন নামের এক জনের করুণায় মা ও ছেলের ঠাই হয়েছে সেখানে।

সরকারী ভাবে অসহায়দের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় পূনর্বাসন করা হচ্ছে। কিন্তু অসহায় এই বৃদ্ধা ও তার প্রতিবন্ধী ছেলের ভাগ্যে জোটেনি তেমন কিছুই। সমাজসেবা অধিদফতর বয়স্ক ভাতার কার্ডের টাকা ও প্রতিবেশিদের সাহায্যের টাকায় কোনরকম খেয়ে দেয়ে দিন কেটে যাচ্ছে তাদের।
সরেজমিনে গিয়ে মা হালিমা খাতুন ও ছেলে খুদির সাথে কথা বলে জানা যায় তাদের জীবনের করুণ কাহিনি।

হালিমা খাতুন জানান, তার স্বামি অনেক আগেই মারা গেছেন। তিন ছেলে ও এক মেয়ে তার। চার ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট খুদি। মেয়েটির বিয়ে হয়ে সে শ্বশুড় বাড়ি চলে গিয়েছে। ছেলে দুটো নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। বৃদ্ধা মা ও প্রতিবন্ধী ভাইয়ের কোন খোঁজ রাখেনা তারা।

ছোট ছেলেটিই তার মায়ের দেখাশুনা করতো। কিন্তু কয়েক বছর আগে সে মাঠে কাজ করতে যেয়ে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। ঠিকমত চলাফেরাও করতে পারে না। সারাদিন শুয়ে শুয়ে তার দিন কাটে। তার নামে ভিটা জমিসহ যেটুকু জমি ছিলো সব কিছুই বিক্রি করেছেন চিকিৎসার জন্য। কিন্তু তাতেও তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি। ভিটা জমি, ঘরবাড়ি শেষ করে এখন নি:স্ব।

সহায়সম্বল বলতে ছেলের কাছে মা আর মায়ের কাছে ছেলে। পরে তাদের এই কষ্ট দেখে গ্রামের শাঁয়েস্তা খান নামের একজন ব্যাক্তি তার জায়গায় থাকার একটু ব্যবস্থা করে দেন। শাঁয়েস্থা খানের দেওয়া আশ্রয়ে তাদের একটু মাথা গোঁজার ঠাই হয়েছে। বৃদ্ধ মায়ের বয়স্ক ভাতার কার্ডের টাকায় ও প্রতিবেশিদের দেওয়া দানের টাকা দিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিনানিপাত করছেন মা ও ছেলে।

স্থানীয় মুজিবর খানঁ বলেন, এদের এত কষ্ট দেখে আমাদেরও খুব খারাপ লাগে। আমরাও গরীব, তাই পারিনা তাদের ভালোভাবে সাহায্য করে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে। যে যেমন পারে তেমনভাবে সাহায্য করে তাদের কোনরকম আহারটা জুটিয়ে দিচ্ছে। আমরা চাই সরকারের উর্ধতন কর্তিপক্ষ তাদের প্রতি সুদৃষ্টি দিয়ে তাদের বসবাসের একটা ব্যাবস্থা করে দিক।

জমিরা মালিক শাঁয়েস্তা খান বলেন, তাদের এই কষ্টের কথা জানতে পারার পর আমার জায়গায় তাদের থাকার কথা বলি। তারপর তারা সেখানে চারিদিকে বাশের ব্যাড়া দিয়ে ঘিরে মাথার উপর বস্তা দিয়ে বসবাস করছে। তাদের মত একজন অসহায়ের পাশে দাড়াতে পেরে আমি নিজের কাছে ভাল লাগে। কিন্তু এভাবে তাদের কতদিন চলবে। তবে সরকার যদি তাদের পূনর্বাসন করে দিত তাহলে তাদের জন্যে খুবই ভালো হত।
এতে তারা একটু সুখের মুখ দেখতে পারবে।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: উসমান গনি ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ কে বলেন, উপজেলা প্রশাসন থেকে তাদের পূর্নবাসন করে দেবার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। তাদের মা ও ছেলেকে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্বা দাউদ আলীর লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্বা দাউদ আলীর লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে। তার মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোক প্রকাশ করেছেন মুজিবনগর উপজেলার সকল মুক্তিযোদ্বারা।

মঙ্গলবার বিকাল ৪ টায় উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গাজিমতলা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গ্রাম্য কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। এ সময় পুলিশের একটি চৌকষ দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এসময় বিহগলে করুণ সুর বেজে উঠে। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন।

এসময় মুজিবনগর থানার ওসি আবদুল হাসেম, বাগোয়ান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুল জলিল, সাবেক ইউনিয়ন কমান্ডার আহসান আলী, ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক, আফজাল হোসেন সহ আরও অনেকে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা দাউদ আলী (৭৫) মঙ্গলবার সকাল ৭টা ১০ মিনিটে নিজ বাড়িতে ষ্ট্রোকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদীন যাবৎ অসুস্থ্য থাকার পরে মৃত্যুবরণ করেন । মৃত্যুকালে স্ত্রী, ৩ ছেলে, ১ মেয়েসহ অসংখ্য গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন।

-মুজিবনগর অফিস